দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 4 FEB 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম

চলতি মাধ্যমিক পরীক্ষার শুরুতে কিছু অব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে

এবারের মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষার প্রথম দিনে বাংলা প্রথমপত্র পরীক্ষায় কয়েকটি কেন্দ্রে পুরাতন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়ার ঘটনা ঘটে। কোথাওবা পরীক্ষা শুরুর বেশ কিছু পরে পুরাতন প্রশ্নপত্র বদলাইয়া নতুন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়া হয়। অনেক পরীক্ষাকেন্দ্রে পুরাতন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়টি পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে দায়িত্বরত শিক্ষকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই। অন্যদিকে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাসময়ে প্রবেশপত্র না পাওয়ায় পরীক্ষা দিতে না পারার অভিযোগও উঠিয়াছে। এই অব্যবস্থাপনার শিকার ভুক্তভোগী পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা স্বভাবতই উৎকণ্ঠিত ও উদ্বিগ্ন। প্রশ্নপত্র রদ-বদলের কারণে ভালো প্রস্তুতি নিয়াও আশানুরূপ পরীক্ষা দিতে পারেন নাই অনেক পরীক্ষার্থী। শিক্ষা খাতে বর্তমান সরকারের অর্জন, বিশেষ করিয়া নকলমুক্ত পরিবেশে পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণে ব্যবস্থাপনার সাফল্য যখন বড় কৃতিত্ব হিসাবে দেখা হইতেছে, তখন এবারের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার শুরুতে এই বিপত্তি আমাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য মনে হইয়াছে। এ বৎসর পুরাতন ও নূতন উভয় ধরনের সিলেবাসে পরীক্ষা গ্রহণের কারণে এই বিপত্তি ঘটিয়াছে বলিয়া ধারণা করা হইতেছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হইল, প্রশ্নপত্র সরবরাহের এই ত্রুটি শুধু একটি স্থানে বা পরীক্ষাকেন্দ্রে ঘটে নাই। ঢাকাসহ কুড়িগ্রাম, মৌলভীবাজার, কেরানীগঞ্জ, টাংগাইল, ভোলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে একই ধরনের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা যে কারণেই ঘটুক, বিষয়টিকে তুচ্ছ ভাবা যায় না। কারণ এই ভুলের সহিত বহু পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যতের প্রশ্ন জড়িত।

বুধবারের পরীক্ষার পর বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করিয়াছেন। কোনো কোনো স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের পদত্যাগও দাবি করা হইয়াছে। শিক্ষা সচিব অবশ্য আশ্বাস দিয়াছেন পরীক্ষার্থীদের কোনো ক্ষতি হইবে না। কিন্তু অব্যবস্থাপনার কারণে পরীক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকিলে কিভাবে মোকাবিলা করা হইবে তাহা এখনো পরিষ্কার নহে। শিক্ষামন্ত্রী ঘটনার জন্য দায়ীদের সনাক্ত করিতে তদন্তের নির্দেশ দিয়াছেন। কুমিল্লা ও বরিশাল শিক্ষাবোর্ডে কয়েকজনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যানও দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হইবে বলিয়া জানাইয়াছেন। গত বুধবার পরীক্ষা শুরুর দিনে বিভিন্ন স্থানে একইরকম ভুল কেন ঘটিল বা ইহা সরকারের বিরুদ্ধে কোন স্যাবোটাজ কিনা তাহা তদন্তের মাধ্যমেই আনা যাইবে। অতঃপর এরূপ ভুলের জন্য যাহাদের অবহেলা ও অসতর্কতা দায়ী, তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দরকার। অনেক সাফল্য থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা বিভাগের নানা ক্ষেত্রে এখনও অনিয়ম ও অরাজকতার দৃষ্টান্ত আছে। তবে পাবলিক পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্যপালনের ক্ষেত্রে সামান্যতম অনিয়ম ও অবহেলা বরদাশত করা অনুচিত। সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্ন ও পদ্ধতিতে পাবলিক পরীক্ষার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় যাহাতে এ ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে জন্য সুষ্ঠু তদন্ত ও দায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সকলের কাম্য।

এবারের প্রশ্নপত্র সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় ভুল হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। গত তিন বৎসরে এসএসসি ও এইচএসসিসহ সকল স্তরের পাবলিক পরীক্ষার সুষ্ঠু আয়োজন ও সময়মতো ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ-পদক্ষেপ সফল হইয়াছে। আমরা আশা করি, প্রশ্নপত্র সরবরাহ ব্যবস্থাপনার এই ত্রুটিও অবশ্যই দূর হইবে। এবারের সংঘটিত অব্যবস্থাপনায় পরীক্ষার্থীরা যাহাতে কোনো মতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রশ্নপত্র অদল-বদল হওয়ার কারণে ফল নিয়া পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উৎকণ্ঠা দূর করা জরুরি। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভুলের কারণে অনেক পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্র পায় নাই ইহাও তদন্ত করিয়া দেখিতে হইবে। এসব ক্ষেত্রে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও বিশেষ ব্যবস্থায় পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ভাবিতে হইবে। সর্বোপরি পাবলিক পরীক্ষার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নজরদারি বাড়াইতে হইবে।